দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি

মেডিকাল কলেজসমূহে ভর্তির ব্যাপারে গত মঙ্গলবারের দৈনিক বাংলার জনমত কলামে একটি সুপারিশ পেশ করেছেন এক জন পত্রলেখিকা। ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীদের নম্বর কাটার নিয়ম বাতিল করে শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তির সর্বজনগ্রাহ্য কোন নিয়ম যে এখনও উদ্ভাবিত হয়নি এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত জরুরী পত্রলেখিকার পত্রটি তার আরেকটি প্রমাণ।

গত দশ-বিশ বছর ধরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তির ব্যাপারটি একটি তীব্র সমস্যা হয়ে আছে। বিশেষ করে মেডিকাল কলেজে ভর্তির সমস্যাটিই বেশি তীব্র। প্রত্যেক বছরেই এই সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। বছর বছর নিয়ম পাল্টিয়ে এবং নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত করেও এর কোন সুরাহা করা সম্ভব হয়নি। মাঝখান থেকে শুধু বেড়েছে ঝামেলা এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ। ছাত্রছাত্রীরা মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে গিয়ে তালিম নিচ্ছে, অভিভাবকরা ধরনা দিচ্ছেন উচ্চ মহলে। এরপরও ভর্তির সুযোগের শিকা ভাগ্যে ছিঁড়বে একথা কেউ বলতে পারে না।

মেডিক্যালে ভর্তির জন্য এত কাড়াকাড়ি ও হুড়োহুড়ির কারণ একটাই, এখানে প্রবেশ মানেই ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ একরকম নিশ্চিত। ভর্তির এই সমস্যা একই কারণে বিরাজিত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফার্মেসী, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইত্যাদির মত দামী কয়েকটি বিভাগেও আসনসংখ্যার চেয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি বলেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে এবং অন্যদের বাদ দিতে হবে—এ জন্যই এত কড়াকড়ি। কেবল বাস্তবতার তাগিদেই নয়, চিকিৎসকদের উচ্চ মানের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থেও এই কড়াকড়ি সমর্থনযোগ্য।

এতসব কড়াকড়ির পর যাদের ভর্তির জন্য বাছাই করা হয়, তাদের সকলেই মেধাবী এবং অন্য কোন মেধাবী ছাত্রছাত্রী বাদ পড়ে না—একথা বুক ঠুকে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে স্থানাভাব সমস্যার কারণে এত কিছু করা হচ্ছে সেই স্থানই সবসময় পুরাপুরি পূরণ হয় না। প্রায় বছরই মেডিক্যাল কলেজসমূহ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামীদামী বিভাগগুলির বেশ কিছুসংখ্যক আসন খালি পড়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তীব্র ভর্তি সমস্যার দিনে এটা কোনক্রমেই কাম্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। মেডিকাল কলেজসমূহ সকল উচ্চতর শ্রেণীতে প্রকৃত মেধাবীদের ভর্তির সুযোগ লাভ যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি রোধ করতে হবে আসন খালি থাকার আশংকাও। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী উভয়ের স্বার্থেই অত্যাবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার বিড়ম্বনার প্রতি আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ এবং ভাল স্কুল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা এখন পাবলিক একজামিনেশনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুদের ভিড়ের দরুন ভর্তি পরীক্ষা এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এমন অবস্থায় এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পরীক্ষার মূল্য কি থাকে? ভর্তি সংকটের ফলে পাবলিক একজামিনেশনের মূল্য এখন ধূলায় লুন্ঠিত। আমরা মনে করি, ভর্তি সংকট সমাধানের মাধ্যমে এ সমস্যার মীমাংসা করা উচিত।